দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 30 DEC 2002

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ

ঐতিহ্য মণ্ডিত একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান

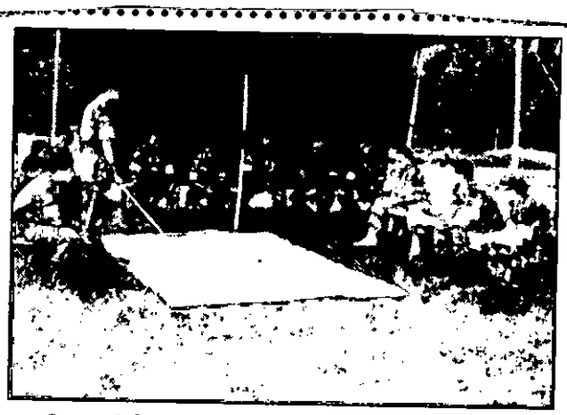

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজে উচ্চতর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে ১৯৭৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান, বীরউত্তম কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর চৌকস অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর দায়িত্বশীল পদে সঠিক নির্দেশনা ও নেতৃত্বদানই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্নে একজন চীফ ইনস্ট্রাকটরের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ মিলিটারি উপদেষ্টা দল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারণ ও সংস্থাপনে সহায়তা প্রদান করেছিল। প্রথম কমান্ড্যান্ট ছিলেন মেজর জেনারেল মোজাম্মেল হোসেন এবং প্রথম চীফ ইনস্ট্রাকটর ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার টিএ গিবসন। ১৯৯২ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটিশ মিলিটারি উপদেষ্টা দল এ কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এর পর থেকে পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশী প্রশিক্ষকরাই কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

উদ্বোধনী ব্যাচে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষার্থী অফিসারের সংখ্যা ছিল ৩০ জন। প্রথম তিন বছর ছিল ৬ মাসের স্বল্প মেয়াদী কোর্স। পরবর্তীতে ১৯৮০ সাল থেকে কোর্সের সময়সীমা ৬ মাসের স্থলে ১০ মাসে উন্নীত করা হয়। একই বছর স্বতন্ত্র এয়ার উইং এবং ১৯৮২ সালে স্বতন্ত্র নেভাল উইং যাত্রা শুরু করে। ১৯৮১ থেকে বৈদেশিক অফিসারগণ কলেজের স্টাফ কোর্সে শিক্ষার্থী অফিসার হিসাবে যোগদান আরম্ভ করেন। এ পর্যন্ত ২৯টি দেশের ৪০০ বিদেশী শিক্ষার্থী অফিসারসহ সর্বমোট ১৮৮৯ জন শিক্ষার্থী অফিসার গ্র্যাজুয়েশন অর্জন করেছেন।

১৯৯৪ সালে এ কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় এবং সে থেকে তা শিক্ষার্থী অফিসারদের এমডিএস (মাস্টার অব ডিফেন্স স্টাডিজ) সনদপত্র প্রদান করছে। এ সনদপত্র অর্জনে প্রতি শিক্ষার্থীকে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পরীক্ষকমণ্ডলীর কাছে জমা দিতে হয়। পরীক্ষকমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত অধ্যাপক এবং এই কলেজের সংশ্লিষ্ট অফিসার সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী অফিসারকে তার গবেষণাপত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ পরীক্ষকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপন করতে হয়।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ তিন বাহিনীর একটি কলেজ যা এ কলেজের ক্রেস্টে প্রতিফলিত। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তিন বাহিনীর তিনটি রঙের সমন্বয়ে গোলাকার ক্রেস্টটি কলেজের প্রতীক বহন করে। লাল রং সেনাবাহিনী, নীল রং নৌবাহিনী ও আকাশী রং বিমান বাহিনীর প্রতীক বহন করে। ক্রেস্টের কেন্দ্রে উৎকীর্ণ একটি জ্বলন্ত মশাল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক। কলেজের মূল মন্ত্র "জ্ঞানই শক্তি"।

স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানটি সফল নেতৃত্ব ও সামরিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ চৌকস অফিসার তৈরি করে, যারা যুদ্ধ এবং শান্তিকালে তাদের সর্বোচ্চ মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। প্রতিটি গ্র্যাজুয়েটই এই কলেজ প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার স্বাক্ষর বহন করে। দেশ ও বিদেশে দায়িত্ব পালন এবং নেতৃত্ব প্রদানে এই কলেজের সকল গ্র্যাজুয়েট তাঁদের যথার্থ মেধার পরিচয় দিচ্ছেন।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ শিক্ষার্থী অফিসারকে যুগোপযোগী ও সঠিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একজন সুদক্ষ কমান্ডার তৈরি ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনেও সহায়তা করে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে শিক্ষার্থী অফিসারগণ শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর তাদের ধারণা, পরিকল্পনা ও সম্যক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী হন। মৌখিক ও লিখিত প্রকাশ মাধ্যমে তারা যৌক্তিক ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম।

পেশাগত জ্ঞানান্বেষণে অবশ্যই একজন অফিসারের বিষয়ভিত্তিক বিশেষ অধ্যয়ন প্রয়োজন। এ বিশেষ অধ্যয়ন সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ থেকে শিক্ষার্থীগণ গ্রহণ করে থাকেন। এ বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতেই জুনিয়র ও মিড লেভেল অফিসারগণ কমান্ডারগণকে যুদ্ধ পরিচালনায় সঠিক পরামর্শ প্রদান করেন। সামরিক ইতিহাস এবং যুদ্ধবিদ্যা পরিচালনা সম্পর্কিত যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জনে এই কলেজ শিক্ষার্থী অফিসারগণকে সহায়তা প্রদান করে।

সামরিক বাহনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ শিক্ষা এবং স্বকীয় গুণাবলী অর্জনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ প্রতিবছরই আধুনিক সমর বিষয়ে নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা প্রদান করে এবং যুদ্ধ-দর্শন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি, চিরাচরিত নৈতিকতার মূল্যায়ন নীতি ও শিক্ষার মাধ্যমে তা নবায়নে সহায়তা করে। বিশ্বের চলমান প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ও বৈজ্ঞানিক সঙ্কটকালে টিকে থাকার কৌশল আয়ত্তে সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা হচ্ছে যৌথ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। একজন সামরিক অফিসার শুধু যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাতেই সক্ষম নন, তিনি তাঁর সংস্কৃতি উপস্থাপনেও সচেষ্ট।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজ সুদীর্ঘ ২৫ বছরের প্রচেষ্টায় জাতির নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট। কলেজের মন্ত্রে দীক্ষিত একজন অফিসার স্বেচ্ছায় শিক্ষা ও অধ্যয়নে স্বশিক্ষিত হতে উদ্বুদ্ধ। "শিক্ষাই জ্ঞান"–এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কমান্ড ও স্টাফ পর্যায়ের দক্ষ অফিসার তৈরিতে এ কলেজের শিক্ষাধারা অব্যাহত রয়েছে।

❑ *আইএসপিআর ফিচার*